بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কুর’আনিক দু’আ সমূহ: ১০

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা নমলঃ

رَبِّ	أَوْزِعْنِيٓ	أَنْ	أَشْكُرَ	نِعْمَتَكَ	ٱلَّتِيٓ
হে আমার রব"	সামর্থ্য দাও	যেন	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আমি	অনুগ্রহের তোমার	যা
!My Lord"	Grant me (the) power	that	I may thank You	Your Favor (for)	which

أَنْعَمْتَ	عَلَيَّ	وَعَلَىٰ	وَٰلِدَيَّ	وَأَنْ	أَعْمَلَ	صَٰلِحًا	تَرْضَىٰهُ	وَأَدْخِلْنِي	بِرَحْمَتِكَ	فِي	عِبَادِكَ	ٱلصَّٰلِحِينَ
অনুগ্রহ করেছো তুমি	আমার উপর	ও উপর	আমার পিতা মাতার	এবং যেন	আমি করি	সৎ কাজ (এমন)	যা পছন্দ করো তুমি	এবং অন্তর্ভুক্ত করো আমাকে	দ্বারা অনুগ্রহ তোমার	মধ্যে	তোমাদের দাসদের	"সৎকর্মপরায়ণ (যারা)
You have bestowed	on me	and on	my parents	and that	I may do	righteous (deeds)	that will please You	And admit me	by Your Mercy	among	Your slaves	"righteous

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছো এবং এমন সৎকাজ করি যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো৷ আয়াতঃ১৯

"My Lord, enable me to be grateful for Your favor which You have bestowed upon me and upon my parents and to do righteousness of which You approve. And admit me by Your mercy into [the ranks of] Your righteous servants."
-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ পিঁপড়ের মত ছোট একটি জীবের কথা শুনে বুঝার জন্য সুলাইমানের মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার অনুভূতি জাগল যে, আল্লাহ আমার উপর কত অনুগ্রহ করেছেন! আমাকে সাম্থৰ্য দিন। আমাকে ইলহাম করুন। [মুয়াস্সার] যাতে আমি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, স্বৰক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কারণ, আপনি আমাকে পাখি ও জীবজন্তুর কথা বুঝতে শিখিয়েছেন। আর আমার পিতার উপর নেয়ামত দিয়েছেন যে, তিনি আপনার কাছে আত্মসম্পৰন করেছেন এবং ঈমান এনেছেন। [ইবন কাসীর]

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আ সমূহঃ সূরা কাসাসঃ

ٱلرَّحِيمُ	ٱلْغَفُورُ	هُوَ	إِنَّهُۥ	لَهُۥ	فَغَفَرَ	لِى	فَٱغْفِرْ	نَفْسِى	ظَلَمْتُ	إِنِّى	رَبِّ
পরম দয়ালু	ক্ষমাশীল	তিনিই	নিশ্চয়ই তিনি	তাকে	অতঃপর ক্ষমা করলেন তিনি	"আমাকে	অতএব ক্ষমা করো	আমার নিজের (উপর)	অন্যায় করেছি	নিশ্চয়ই আমি	হে আমার রব"
the Most Merciful	the Oft-Forgiving	He (is)	Indeed He	him [for]	Then He forgave	"me [for]	so forgive	my soul	have wronged [I]	Indeed I	!My Lord"

لِّلْمُجْرِمِينَ	ظَهِيرًا	أَكُونَ	فَلَنْ	عَلَىَّ	أَنْعَمْتَ	بِمَآ	رَبِّ
"জন্যে অপরাধীদের	সাহায্যকারী	হবো আমি	অতঃপর কখনও না	উপর আমার	তুমি অনুগ্রহ করেছো	শপথ ঐ বিষয়ের যা	হে আমার রব"
"the criminals (of)	a supporter	I will be	so not	me [on]	You have favored	Because	!My Lord"

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ

হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। (আয়াতঃ১৬)
হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।(আয়াতঃ১৭)
"My Lord, indeed I have wronged myself, so forgive me," and He forgave him. Indeed, He is the Forgiving, the Merciful.
-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ মূসা আলাইহিস সালাম দুপুর সময়ে শহরে প্রবেশ করেছিলেন। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত।সেখানে সে দু’টি লোককে মারামারি করতে দেখল; একজন তার নিজ দলের(বনী ইসরাইল) এবং অপরজন তার শত্রু দলের (ফিরআউনের সম্প্রদায়ভুক্ত কিবত্বীদের)। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল।তখন মূসা ওকে ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা করে বসল। মূসা বলল, ‘এ তো শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।’মূসা আলাইহিস সালাম তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার যুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। [ফাতহুল কাদীর] মুসা আলাইহিস সালাম অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কারসাজী আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।এই অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক হত্যা যদিও কাবীরাহ গোনাহ ছিল না (কারণ মহান আল্লাহ নবীগণকে তা হতে সুরক্ষা করেন) তা সত্ত্বেও তিনি এই গোনাহকে এমন ভাবলেন, যার ফলে ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরী মনে করলেন।

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আ সমূহঃ সূরা কাসাসঃ

ٱلظَّٰلِمِينَ	ٱلْقَوْمِ	مِنَ	نَجِّنِى	رَبِّ
"সীমালঙ্ঘনকারী	সম্প্রদায়	হ'তে	আমাকে উদ্ধার করো	হে আমার রব"
"the wrongdoers	- the people	from	Save me	!My Lord"

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।(আয়াতঃ ২১)

"My Lord, save me from the wrongdoing people."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ মূসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বাভাবিক আশংকাবোধ করে মিশর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন।মূসা আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিশর থেকে বের হন। তার সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে এ দো’আ করেছিলেন, আল্লাহ তা’আলা তার দো’আ কবুল করলেন। [কুরতুবী]

فَقِيرٌ	خَيْرٍ	مِنْ	إِلَىَّ	أَنزَلْتَ	لِمَآ	إِنِّى	رَبِّ
"মুখাপেক্ষী(আমি তারই)	কল্যাণ	কোনো	প্রতি আমার	অবতীর্ণ করবে তুমি	তার প্রতি যা	নিশ্চয়ই আমি	হে আমার রব"
"need (in)	good	of	to me	You send	of whatever	Indeed I am	!My Lord"

رَبِّ اِنِّىۡ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَىَّ مِنۡ خَيۡرٍ فَقِيۡرٌ

‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবে, নিশ্চয় আমি তার মুখাপেক্ষী।’ আয়াতঃ ২৪)

"My Lord, indeed I am, for whatever good You would send down to me, in need."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ মূসা (আঃ) এত দূর সফর করে মিসর থেকে মাদয়্যান পৌঁছলেন, খাওয়া ও পান করার মত সঙ্গে কিছু ছিল না। দীর্ঘ সফরের ফলে ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত-শ্রান্ত।তিনি এক গাছের ছায়ায় এসে আল্লাহ তা’আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোআ করার একটি সূক্ষ পদ্ধতি। خير শব্দটির অর্থ কল্যাণ। এখানে তিনি আহার্য হতে শুরু করে যাবতীয় কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা’আলার মুখাপেক্ষী হলেন। [কুরতুবী]

দু’আ সূরা আনকাবুতঃ

رَبِّ	ٱنصُرۡنِي	عَلَى	ٱلۡقَوۡمِ	ٱلۡمُفۡسِدِينَ
হে আমার রব"	আমাকে সাহায্য করো	বিরুদ্ধে	সম্প্রদায়ের	"বিপর্যয় সৃষ্টিকারী
!My Lord"	Help me	against	the people	"the corrupters

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

হে আমার রব! এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো৷ সূরা আনকাবুত: ৩০

"My Lord, support me against the corrupting people."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ যখন লূত (আঃ) নিজ জাতির সংস্কার হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলেন।লুত আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, পুংমৈথুন, যা এর পূর্বে আদম সন্তানদের আর কেউ করে নি। সাথে সাথে তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করত এবং রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করত। দ্বিতীয়ত, রাহাজানি, অর্থাৎ পথে মানুষদেরকে আক্রমন করে তাদের হত্যা করত এবং সবকিছু নিয়ে নিত। আর তৃতীয়ত, তারা মজলিসে সবার সামনে এমন অপকর্ম করত, যা সম্পূর্ণ অশোভনীয় ছিল। তাদের একজন অন্যজনকে তা থেকে বাধা দিত না। কুরআন তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গুনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ।

দু’আ: সূরা আস সাফফাতঃ

ٱلصَّٰلِحِينَ	مِنَ	لِي	هَبْ	رَبِّ
"সৎপরায়ণদের	মধ্য হ'তে	আমাকে (সন্তান)	দাও	হে আমার রব (সে দোয়া করলো)
"the righteous	of	me	grant	My Lord

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর।(আয়াতঃ১০০)

My Lord, grant me [a child] from among the righteous."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ যখন ইবরাহীম আ এর জাতির লোকেরা মেলা থেকে ফিরে এসে দেখল যে, তাদের উপাস্যগুলি ভেঙ্গে-চুরে পড়ে আছে, তখন সাথে সাথে তারা ভাবল যে, এ কাজ ইবরাহীমই করেছে। যেমন সূরা আম্বিয়াতে (৫১-৭০ আয়াতে) তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সুতরাং তারা তাঁকে ধরে জনসাধারণের বিচার-সভায় নিয়ে এল।ইবরাহীম আ বললেন,‘তোমরা নিজেরা যাদেরকে পাথর খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তা-ও। জাতির লোকেরা এক অগ্নিকুন্ড তৈরী করল, অতঃপর জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন।আগুনকে স্বাভাবিক ঠান্ডা বানিয়ে দিয়ে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলাম। পবিত্র সেই আল্লাহ যিনি নিজ বান্দার সাহায্য করেন। আর পরীক্ষাকে দানরূপে এবং অকল্যাণকে কল্যাণরূপে পরিবর্তন করে দেন।ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্ত ঘটনা ইরাকের ব্যাবিলন শহরে ঘটেছিল। শেষে তিনি সেখান থেকে হিজরত করে শামে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে সন্তানের জন্য দু’আ করেন। (ফাতহুল ক্বাদীর)

দু’আঃ সূরা ছোয়াদ

ٱلْوَهَّابُ	أَنتَ	إِنَّكَ	بَعْدِىٓ	مِّنۢ	لِأَحَدٍ	يَنۢبَغِى	لَا	مُلْكًا	لِى	وَهَبْ	لِى	ٱغْفِرْ	رَبِّ
"মহাদাতা	তুমিই	তুমি নিশ্চয়ই	আমার পরে	থেকে	কারও জন্যে	শোভনীয় হবে (যা)	না	রাজত্ব (এমন)	আমাকে	ও দাও	আমাকে	মাফ করো	হে আমার রব"
"the Bestower (are)	[You]	Indeed, You	after me	after me	to anyone	belong (will)	not	a kingdom	me	and grant	me	Forgive	!O my Lord"

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।(আয়াতঃ ৩৫)

"My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, You are the Bestower."- Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ সুলাইমান আ বলেন তোমার(আল্লাহর) হিকমত ও ইচ্ছায় আমার মুজাহিদ বাহিনী জন্ম দানের আশা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু যদি আমাকে এমন স্বচ্ছন্দ সাম্রাজ্য দান কর, যা আমি ছাড়া বা আমার পরে ঐরূপ সাম্রাজ্যের মালিক অন্য কেউ না হয়, তাহলে সন্তানের প্রয়োজনই থাকবে না। এই দু’আও আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই ছিল। সুলাইমান আলাইহিস সালাম-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তীকালে কেউ হতে পারেনি।

কোন কোন তফসীরবিদ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি ঘটনাকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম হল যে, একবার সুলাইমান (আঃ) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, আজ রাত্রে আমি আমার (৭০ বা ৯০ জন) সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করব যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ তদবীরের উপর পূর্ণ ভরসা করে বসলেন।) যাতে ফল এই দাঁড়ালো যে, স্ত্রীগণের মধ্যে মাত্র একজন গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর গর্ভ থেকে একটি মৃত ও অসম্পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নবী (সাঃ) বলেছেন, ‘‘যদি সুলাইমান (আঃ) ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতেন, তাহলে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভ থেকে (তাঁর আশানুরূপ এক একটি) মুজাহিদ সন্তান ভূমিষ্ঠ হত।’’ (বুখারী, মুসলিম) এই সকল তফসীরবিদদের মতে সম্ভবতঃ ‘ইনশাআল্লাহ’ না বলা বা শুধু নিজ তদবীরের উপর ভরসা করাটাই ফিতনা বা পরীক্ষা ছিল, যে ফিতনায় সুলাইমান (আঃ)-কে ফেলা হয়েছিল। আর সিংহাসনের উপর নিক্ষিপ্ত দেহ ঐ অসম্পূর্ণ বাচ্চা। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা ছোয়াদ

وَعَذَابٍ	بِنُصْبٍ	ٱلشَّيْطَٰنُ	مَسَّنِىَ	أَنِّى
"ও যন্ত্রণায়	কষ্ট দিয়ে	শয়তান	আমাকে স্পর্শ করেছে	নিশ্চয়ই আমি"
"and suffering	with distress	Shaitaan	has touched me	That [I]"

اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الشَّیۡطٰنُ بِنُصۡبٍ وَّ عَذَابٍ

শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। আয়াত; ৪১

"Indeed, Satan has touched me with hardship and torment."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ আইয়ুব (আঃ)-এর রোগ ও তাতে তাঁর ধৈর্য ধারণ করার কাহিনী একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ ধ্বংস করে এবং রোগ দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন।সব কিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। এর পরেও তার সাথে শয়তানের সম্পর্কের কথা এই জন্য বলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ শয়তানের কুমন্ত্রণাই তাঁকে এমন কর্মে লিপ্ত করেছিল, যার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা এসেছিল অথবা সম্পর্কের কথা আদবের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভালোকে আল্লাহর সাথে এবং মন্দকে নিজের বা শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

দু’আঃ সূরা আল মুমিন (ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য এইভাবে দু’আ করে থাকেন)

رَبَّنَا	وَسِعْتَ	كُلَّ	شَيْءٍ	رَّحْمَةً	وَعِلْمًا	فَٱغْفِرْ	لِلَّذِينَ	تَابُوا	وَٱتَّبَعُوا	سَبِيلَكَ	وَقِهِمْ	عَذَابَ	ٱلْجَحِيمِ
হে আমাদের রব (তারা বলে)"	তুমি ঘিরে রেখেছো	প্রত্যেক	জিনিস	অনুগ্রহে	ও জ্ঞানে	তাই মাফ করো	কে যারা-(তাদের)	তওবা করে	ও অনুসরণ করে	তোমার পথ	এবং তাদেরকে বাঁচাও	শাস্তি (হ'তে)	জাহান্নামের
!Our Lord"	You encompass	all	things	Mercy (by Your)	and knowledge	so forgive	those who	repent	and follow	Your Way	and save them (from)	punishment (the)	the Hellfire (of)

رَبَّنَا	وَأَدْخِلْهُمْ	جَنَّٰتِ	عَدْنٍ	ٱلَّتِى	وَعَدتَّهُمْ	وَمَن	صَلَحَ	مِنْ	ءَابَآئِهِمْ	وَأَزْوَٰجِهِمْ	وَذُرِّيَّٰتِهِمْ	إِنَّكَ	أَنتَ	ٱلْعَزِيزُ	ٱلْحَكِيمُ
হে আমাদের রব	এবং তাদের প্রবেশ করাও	জান্নাত সমূহে	চিরস্থায়ী	যা	তাদের তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছো	এবং যারা	সৎকর্ম করেছে	মধ্যে হ'তে	তাদের বাপ-দাদাদের	ও তাদের পতি-পত্নীদের	ও তাদের বংশধরদের	তুমি নিশ্চয়ই	তুমিই	পরাক্রমশালী	প্রজ্ঞাময়
!Our Lord	And admit them	Gardens (to)	Eden (of)	which	You have promised them	and whoever	righteous (was)	among	their fathers	and their spouses	and their offspring	Indeed You	You	the All-Mighty (are)	the All-Wise

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (আয়াত৭-৯)

"Our Lord, You have encompassed all things in mercy and knowledge, so forgive those who have repented and followed Your way and protect them from the punishment of Hellfire.-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ নিকটতম ফিরিশতাদের একটি বিশেষ দল যাঁরা আল্লাহর আরশ তুলে ধরে আছেন এবং তাঁদের, যাঁরা তার চারিপাশে আছেন। এদের একটি কাজ হল, এঁরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর সামনে অসহায়তা ও বিনয় (অর্থাৎ ঈমান) প্রকাশ করেন। এঁদের দ্বিতীয় কাজ হল, এঁরা ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলা হয় যে, আরশ বহনকারী ফিরিশতার সংখ্যা হল চার। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাঁদের সংখ্যা হবে আট। (ইবনে কাসীর)

Sisters' Forum In Islam.com

جزاكم الله خيرا
jazakumullah khairan
Sisters' Forum In Islam.com